যুগান্তর

APR 30 2002

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মো কা ম্মে ল হো সে ন

শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষা

শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষা
নিয়ে নাও দীক্ষা,
ছাত্র সকলে॥
ভাঙবে কাঁঠাল
পাবলিকের মাথায়,
সকালে বিকালে॥

মাসকাত আহমেদ ম্যাট্রিক পাস করার পর কলেজে ভর্তি হওয়ার আগে শিক্ষা বোর্ড থেকে যে সনদ ও নম্বরপত্র পেল, তাতে দেখা গেল তার নাম লেখা হয়েছে মেসওয়াক আহম্মদ। ভুল নাম নিয়ে কলেজে ভর্তি হওয়া সম্ভব নয়; তাই পিতামাতার দেয়া নামের কৌমার্য রক্ষা করতে সে একদিন শিক্ষা বোর্ড অফিসে হাজির হল। বোর্ড অফিস থেকে প্রথমে তাকে নোটারি পাবলিকের কাছ থেকে তার নাম যে মেসওয়াক আহম্মদ নয়, মাসকাত আহমদ– এই মর্মে প্রমাণপত্র সংগ্রহ করার পর ভুল স্বীকার করে যে কোন একটি দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন জারির হুকুম প্রদান করা হল। মাসকাত অবাক হয়ে বলল–

: আমি কেন পয়সা খরচ করে নোটারি করব? পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে যাব? ভুল তো করেছেন আপনারা।

–পয়সা খরচ করতে আপনার আপত্তি থাকলে আপনি শুধু টাকা খরচ করুন; যান।

মাসকাত আরও কিছুক্ষণ তর্ক করল। কিন্তু লাভ হল না। তাকে জানানো হল, এটাই নিয়ম। মাসকাত নিয়ম মেনে নোটারি সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিল। এরপর তাকে ব্যাংক থেকে নির্ধারিত টাকার পে-অর্ডারসহ আগের ইস্যু করা সনদ ও নম্বরপত্র জমা দিয়ে সংশোধনকৃত নতুন সনদ ও নম্বরপত্র উত্তোলনের কথা জানানো হল।

কথায় বলে, নাপিত দেখলে মানুষের পায়ের নখ বড় হয়ে যায়। মাসকাত বোর্ড অফিসে যাতায়াত করছে শুনে তার পাড়ার এক মাদ্রাসার ছাত্র এসে তাকে বলল– 'ভাইজান, গত বছর দাখিল পরীক্ষার সময় পরীক্ষা হল থেকে আমার রেজিস্ট্রেশন কার্ড হারিয়ে গেছে। অবশ্য পরীক্ষায় পাস করলে বিষয়টা লইয়া কোন ঝামেলা করতে হইত না; কিন্তু ফেল করায় সমস্যা হইয়া গেছে। এই বছর পরীক্ষা দিতে হইলে ডুপ্লিকেট রেজিস্ট্রেশন কার্ড সংগ্রহ করা ছাড়া আমার কোন উপায় নাই।'

মাসকাত ডুপ্লিকেট রেজিস্ট্রেশন কার্ড সংগ্রহের দায়িত্ব নিয়ে মাদ্রাসা বোর্ডে যাওয়ার পর এর জন্য থানায় জিডি, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির কথা বলা হল এবং অতঃপর ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে দলিলপত্র সহযোগে একটা দরখাস্ত জমা দিতে বলা হল। সব কাজ সম্পন্ন করে মাসকাত যখন দরখাস্ত জমা দিতে গেল, তখন তাকে জানানো হল– ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পারমিশন ছাড়া এই দরখাস্ত জমা নেয়া যাবে না। এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার তালাশে গিয়ে মাসকাত শুনল, তিনি মধ্যাহ্নভোজ সারতে অফিসের বাইরে গেছেন। তখন ঘড়িতে বাজে দুপুর ১২টা। মাসকাত বেলা ২টা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর সেদিন চলে এলো। পরদিন আরও সকাল সকাল গেল মাসকাত। কিন্তু গিয়ে শুনল, কর্মকর্তা কম্পিউটার সেকশনে গেছেন।

: কম্পিউটার সেকশন কয় তলায়? একজন পিয়নকে জিজ্ঞেস করল মাসকাত।

–এইটা তো এইখানে না; ধানমন্ডিতে। উত্তর দিল পিয়ন।

একদিন নাওয়া-খাওয়া বাদ দিয়ে বেলা ৩টা পর্যন্ত অপেক্ষা করল মাসকাত। কিন্তু নিরাশ হয়ে ফিরে আসতে হল তাকে। মাঝখানে সাপ্তাহিক ছুটি থাকায় একদিন পর গিয়ে মাসকাত শুনল, কর্মকর্তার এক আত্মীয় মারা গেছেন। তাই ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছেন তিনি। সাতদিন বোর্ডের পথ মাড়াল না সে। এক সপ্তাহ পর গিয়ে কর্মকর্তার দেখা মিলল এবং তিনি সদয় হয়ে দরখাস্তে অনুমতি প্রদানের কথা লিখে দিলেন। মাসকাত কাউন্টারে দরখাস্ত জমা দিতে গিয়ে দেখল, ওখানে কোন লোক নেই। মাসকাত ভেতরে গিয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করল–

: ভাই, এখানে কেউ নেই?

–কি জন্য?

: দরখাস্ত জমা দেব।

–১টার পরে দরখাস্ত জমা নেয়া হয় না।

: ১টা তো এখনও বাজেনি। মাত্র পৌনে ১টা বাজে।

–আপনের ঘড়িতে কয়টা বাজে সেইটা দিয়া তো আমার কোন প্রয়োজন নাই। মসজিদে আজান হইছে শুনছেন? খালি দুনিয়াদারি করলেই চলব? আখেরাতের কাম-কাজ কিছু করণ লাগব না? যান, আগামীকাল আসেন।

পরের দিন গিয়ে মাসকাত ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হল। কাউন্টারের সামনে দূর-দূরান্ত থেকে আগত লোকজন পোটলা-পাটলি হাতে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু দরখাস্ত কিংবা ফরম জমা নেয়ার কোন লোক নেই। কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে সে শোনল, এখানে যে ছিল তাকে অন্য সেকশনে বদলি করা হয়েছে।

: যাকে বদলি করা হয়েছে তার বদলে অন্য কাউকে এখানে দেয়া হয়নি? –মাসকাত সেকশন অফিসারকে জিজ্ঞেস করল।

–না।

: এটা কিরকম কথা? এই যে বরিশাল, পটুয়াখালী ও খুলনা থেকে লোকজন সকাল থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছে, এদের কী উপায় হবে?

–এ কথা আমাকে জিজ্ঞেস না করে বোর্ডের চেয়ারম্যানকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন।

চেয়ারম্যানের কাছে যাওয়ার কথা শুনে ভুক্তভোগী সবাই উৎসাহী হয়ে উঠল। কিন্তু দলবেঁধে চেয়ারম্যানের কাছে যাওয়ার পর তারা শুনল যে, চেয়ারম্যান মিটিং করতে অফিসের বাইরে গেছেন; কখন ফিরবেন তার কোন 'ইস্টিশন' নেই। খবর শুনে সবাই মিলে হাউকাউ শুরু করলে চেয়ারম্যানের পিএস তাদের মিছিল করার পরামর্শ দিয়ে বলল– আপনেরা মিছিল শুরু কইরা দেন। মিছিলের কথা শুনে লোকজনের উৎসাহ প্রবল হল। কিন্তু হঠাৎ একজন জননিরাপত্তা আইনে মামলা খাওয়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করতেই কারও কারও মূত্রথলির চাপ বেড়ে গেল; তারা গিয়ে টয়লেটে ঢুকল। অন্যদের প্রচণ্ড ক্ষুধা পেল এবং তারা হোটেল অভিমুখে ধাবিত হল।

এরপর ১৫ দিন বোর্ডের নাম মুখে আনল না মাসকাত। ১৫ দিন পর সকালবেলা যাওয়ার পর নতুন লোকটা ঝটপট দরখাস্ত জমা নিয়ে তার হাতে একটা রসিদ ধরিয়ে দিল। মাসকাত খুশি মনে বাসায় ফিরে এসে সেই ছাত্রের হাতে রসিদ ধরিয়ে দিতেই সে বলল, রসিদে আলিমের পাশে টিক চিহ্ন ক্যান? আমি তো দাখিল ক্যান্ডিডেট। আলিম-দাখিলের গিট্টু ছাড়াতে মাসকাতকে আবার যেতে হল। গিয়ে রসিদ দেখিয়ে ঘটনা বলতেই কাউন্টারের লোকটা বলল–

–আমি তো আপনেরে জিগাইলাম। আপনে তো কোন কথা কইলেন না?

: দরখাস্তে কি লেখা আছে, আপনি তা দেখবেন না?

–অত দেখাদেখির টাইম কোথায়? কাম কি একটা? অসুবিধা নাই; এখনই ঠিক কইরা দিতাছি।

ঠিক করার কথা বলে লোকটা অনেকক্ষণ ফাইলপত্র ঘেঁটে বিরস বদনে বলল, আপনের দরখাস্ত তো পাওয়া যাইতেছে না। দেইখ্যা আসেন তো ডেলিভারি সেকশনে পাঠাইয়া দিছি কিনা?

মাসকাত ডেসপাস সেকশনে গিয়ে খোঁজ নিয়ে এলো, ওখানে দরখাস্ত পাঠানো হয়নি। অবশেষে একগাদা কাগজের স্তূপের মধ্য থেকে সেটি উদ্ধার হল। প্রয়োজনীয় সংশোধন শেষে লোকটা বলল,

–এই যে দেখেন, ঠিক কইরা দিলাম।

: ধন্য হইলাম। এইবার কষ্ট কইরা আপনের ঠ্যাং দুইটা বাড়াইয়া দেন।

–কেন?

: আপনেরে সালাম করবার চাই।

লোকটা অবাক হয়ে মাসকাতের দিকে তাকাল। তার অবাক ভাব কাটার আগেই মাসকাত ওখানে থেকে চলে এলো।

এবার তার নিজের সার্টিফিকেট আর মার্কশিট সংগ্রহ করার পালা। নির্ধারিত তারিখে বোর্ড অফিসে গিয়ে সংশোধনকৃত সার্টিফিকেট-মার্কশিট হাতে পাওয়ার পর মাসকাত আর্তনাদ করে ওঠল,

: এখানে মদ না হইয়া মেদ হইছে ক্যান?

–কিসের মেদ, কিসের মদ? কি বলতেছেন?

: আমার নাম। মাসকাত না লেইখ্যা মেসওয়াক লেখা হইছিল। এইটা ঠিক করা হইছে। কিন্তু আহমদে যাইয়া মদ না লেইখ্যা মেদ লেখা হইছে।

–ও, মেদ বাইড়া গেছে? দেন মেদ কমাইয়া দেই।

: কি করবেন?

–এই যে ব্লেড দেখতেছেন, এই ব্লেড দিয়া এ-কারের চান্দি খাইয়া ফেলব।

: ঘষামাজার মধ্যে গেলে তো আমি আগেই যাইতে পারতাম। তাইলে এতো ভোগান্তি পোহাইলাম কি জন্য?

–ঘষামাজা করলে কি সার্টিফিকেটের ওজন কইম্যা যাইব? আর ভোগান্তিরে ভোগান্তি মনে করতেছেন কেন? এখন তো আপনাদের শিখনের বয়স। ভ্যারাইটি রকমের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া শিখতে শিখতে সামনের দিকে অগ্রসর হবেন। লাইফের পরবর্তী স্টেজে এইসব এক্সপেরিয়েন্স কাজে দিব।

: আমি ফ্রেশ জিনিস চাই।

–তাহলে আপনাকে আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হবে। নোটারি, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি, ব্যাংক ড্রাফট, ফরম ফিলাম ...।

কান্না গোপন করার জন্য মাসকাত বারান্দায় চলে আসে। তার মনে হয়, লেখাপড়া শিখতে যাওয়াটাই মস্তবড় ভুল হয়েছে। লেখাপড়া না শিখলে তাকে বোর্ড অফিসে আসতে হতো না; আর এখানে আসতে না হলে এখানকার লোকজন তার সঙ্গে এমন নির্মম রসিকতা করার সুযোগও পেত না।

মোকাম্মেল হোসেন : *রম্য লেখক*